যুগান্তর

তারিখ ... 14 JAN 2008 ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পাঠক প্রতিক্রিয়া

সাইফুজ্জামান রানা

শিক্ষা ও সংস্কার

বিশ্ব প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক পেছনে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প-সাহিত্য এমন কোন শাখা নেই যাতে আমরা সমকক্ষতা দাবি করতে পারি উন্নত বিশ্ব থেকে। এর কারণ হিসেবে প্রত্যেকেই হয়তো বলবেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং গণতন্ত্রহীনতা। এর সবগুলো সত্যি ধরে নিয়ে এ বিষয়ে দুয়েকটি কথা বলার অভিপ্রায়ে এ লেখা। শিক্ষাহীনতা বাংলাদেশের অনগ্রসরতার প্রধান এবং মূল কারণ বলে আমি মনে করি। এ কথায় অনেকে হয়তো মনে করবেন, তাহলে কি আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শিক্ষা দেয়া হয় না? অনেকের মতো আমিও সবার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই- আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদতে কি চর্চা হচ্ছে?

সমসাময়িক সময়ে বিভিন্ন আলোকিত মানুষের বলা এবং লেখায় বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আসল চিত্র। সম্প্রতি দৈনিক যুগান্তরে ড. বদিউল আলম মজুমদারের 'এ বিপর্যয় থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করতে হবে' শিরোনামে লেখাটি তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। জনাব মজুমদার সাহেব তার লেখায় ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনকেই মূলত দায়ী করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থার এই বিপর্যয়ের জন্য। অবশ্য তিনি এও বলার চেষ্টা করেছেন, নেতিবাচক দিক থাকলেও এটির যে কিছু ভালো দিক ছিল না তা নয়। তবে এই আইনের সুযোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে রাষ্ট্র পরিচালনার দলীয় অংশে রূপান্তরিত হয়েছে। একথা সত্য যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ ছাত্র রাজনীতি নামধারী দলীয় ক্যাডার বাহিনীর অভয়ারণ্য। হল দখল, টেন্ডারবাজি, দলীয় নেতা-নেত্রীর নামে স্লোগান, মিছিল, মিটিং আর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ- এই হল বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্রনেতাদের দৈনন্দিন কাজ। অবশ্য শিক্ষক সমাজ বা কম কিসে দলীয় আনুগত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র উপলব্ধি করে জনাব বদিউল আলম মজুমদার 'এ বিপর্যয় থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করতে হবে' নামে যে লেখা লিখেছেন তার জন্য অভিনন্দন। তিনি যে বিষয়টির উল্লেখ করেছেন শিক্ষা বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে, আমি তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করি। অবশ্য গত ৩০ সেপ্টেম্বর একই পত্রিকায় সোহরাব হাসান তার নিয়মিত কলাম 'পাথর সময়ে' বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনিও জনাব আলম সাহেবের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি মূলত তৎকালীন সময়ের সরকারগুলোর অনিচ্ছা, অজ্ঞতা, অদক্ষতা, দূরদর্শীতার অভাবকেই দায়ী করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থার আজকের পরিণতির জন্য। সৃজন সম্পাদক জনাব মজুমদার সাহেবের 'এ বিপর্যয় থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করতে হবে' লেখার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ২৪ অক্টোবর ওই একই পত্রিকায় লিখেছেন শিক্ষক নেতা জনাব জয়নুল আবেদীন। তিনিও মানতে নারাজ, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেছে গভীর খাদের কিনারে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন নয় বরং বিগত সরকারই এ অবস্থার জন্য দায়ী। জনাব আবেদীন সাহেবের একটি কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলতে চাই, শুধু বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার নয়, স্বাধীনতা-উত্তর সব সরকারই সমানভাবে শিক্ষা বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। কেননা সদ্য স্বাধীন দেশের নবীন সরকার একদলীয় বাকশালতন্ত্র থেকে যেমন সে সময়ের বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার বাদ যায়নি, তেমনি স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের মন্তব্য '। will make politics difficult for the politicians' এবং তৎপরবর্তী হিজবুল বহর নামের আনন্দ ভ্রমণ। আর এক স্বৈরশাসক এরশাদের ছাত্রসমাজ গঠনের নামে দলীয় ক্যাডার বাহিনীর মহড়া এবং দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক পদগুলোতে দলীয় আনুগত্যশীল অযোগ্য লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া এরশাদ শাসনামলে শুরু হলেও বিগত জোট সরকারের সময়েও এই প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়েনি।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল চিত্র তুলে ধরা আমার এ লেখার অভিপ্রায় নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য সেক্টরের মতো শিক্ষা সেক্টর যে দুর্নীতিগ্রস্ত তা না বলাই ভালো। কেননা শিক্ষা ব্যবস্থা যে ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে তা একপ্রকার সবারই জানা। এ লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য সরকারের অন্যান্য দফতর সংস্কারের পাশাপশি শিক্ষা দফতরের সংস্কারের বিষয়টি সবার সামনে নিয়ে আসা। শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে দু'একটি প্রস্তাব উল্লেখ করা।

প্রথমতঃ একটি সর্বজনীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে যা সরকার পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করা যাবে না। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সরকার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন শিক্ষানীতি তৈরির লক্ষ্যে নবগঠিত সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং নবগঠিত কমিশন তাদের সুবিধামতো সময়ে রিপোর্ট পেশ করে সরকারের কাছে। ততক্ষণে সরকারের মেয়াদ অর্ধেক বা তার বেশি অতিবাহিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় নতুন নীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে নিতেই আবার নির্বাচন এসে পড়ে। আমাদের ভুললে চলবে না, সরকার পরিবর্তনযোগ্য কিন্তু রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয় দলীয় সরকার দ্বারা। দলীয় নীতি আদর্শ থেকে রাষ্ট্রের নীতি-আদর্শের পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু তাই বলে দলীয় শাসন ব্যবস্থার কারণে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তথা দর্শন পরিবর্তন করতে হবে- এটা একটি গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য কাম্য হতে পারে না। কেননা জাতি বা রাষ্ট্রের চিন্তা, আদর্শ ও মূলনীতিকে আশ্রয় করেই রচিত হয় একটি দেশের শিক্ষানীতি। দ্বিতীয়তঃ প্রবর্তিত শিক্ষানীতির আলোকে পাঠ্যসূচি ও প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনা করতে হবে। তৃতীয়তঃ নতুন পাঠ্যসূচির আলোকে শিক্ষক ট্রেনিং নির্দেশিকা রচনা এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বিগত সময়ে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষানীতি ও সে অনুযায়ী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পুস্তক রচনা সবই হয়েছে মূল কাজটি ছাড়া। যারা শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকায় থাকেন সেই শিক্ষকদের নতুন শিক্ষানীতি ও পাঠ্যসূচির আলোকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিংগাইড এবং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনজীবনের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য যুগান্তকারী যেসব সংস্কারমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তার সত্যিকারের সুফল সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছাতে হলে অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা সংস্কারের বিকল্প নেই। কেননা শিক্ষাই মানুষকে মানবিক করে তুলেছে। আর তার চর্চা হওয়া জরুরি পরিবারিকভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। জেল-জুলুম-হুলিয়া দিয়ে হয়তো সবকিছু করা যায়, কিন্তু তা স্থায়ী হতে হলে দরকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আর তা কেবল অর্জিত হতে পারে ভালো কিছু অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে।

সাইফুজ্জামান রানা : গবেষক, সংস্কৃতিকর্মী